গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগাভাগি সঠিক লোকের কাছে সঠিক তথ্য মানবাধিকার সংরক্ষনে বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। যাহোক, আজকের এই বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তি অভিসিঞ্চিত সমাজে এটা একটা প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত কৌশলগুলি নবমার্গিয় পন্থা সমূহ দেখাতে পারে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সক্ষম ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগাভাগি করা যায়, যারা সম্ভাব্য নির্যাতন শিকার তাদের সাথেও এবং বহুলোকের সমন্বয়ে গঠিত দলের সাথে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার ক্ষমতা ধারণ করে। এর মাঝে কিছু কৌশল নতুন প্রযুক্তির অত্যাধুনিক ব্যবহার কাজে লাগায় যেখানে অন্যেরা মানুষের সাথে মানুষের সরাসরি যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। সবাই কিন্তু সেই পুরানো প্রবচনে বিশ্বাসীঃ জ্ঞানই শক্তি।

সহিংসতার বিরুদ্ধে ফোন নেটওয়ার্কঃ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচন্ড আকার ধারণ করার পূর্বেই সহিংসতা বন্ধ করা যায়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে আয়ারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় দুর্দম বিরাজমান দ্বন্দ্বে, রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট দল সমূহের উভয় পক্ষের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ কারণগুলো পেয়েও দ্বন্দ্ব নিরসনের ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং তবুও উভয় পক্ষেরই এমন সব লোকজন রয়েছে যারা সহিংসতা বন্ধের প্রয়াস পাচ্ছেন। এই কৌশলটায় উভয় পক্ষের নেতা চিহ্নিতকরণ যারা সত্যিকার ভাবেই সহিংসতা প্রতিরোধ বা বন্ধ করতে ইচ্ছুক এবং প্রয়োজনীয় তথ্যে সমৃদ্ধশালী।

ইন্টার অ্যাকশন বেলফাষ্ট (আগের পরিচিতি ছিল স্প্রীং ফিল্ড আন্তঃসাম্প্রদায়িক উন্নয়ণ প্রকল্প) বেলফাষ্টের পার্শ্ববর্তী সহিংস স্থানীয়দের মাঝে সহিংসতা বন্ধ বা প্রতিহত করতে একটা মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে যাতে তারা উভয়পক্ষে অবস্থান থেকে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। কোনপক্ষ উত্তপ্ত হলে স্বেচ্ছাসেবক অপর পক্ষে তার প্রতি-কর্মীকে সংবাদ জানিয়ে দেয় এবং উভয়পক্ষ যাতে সহিংস না হয় তার ব্যবস্থা নেয়। গুজব থেকেও তারা সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে সহিংসতা অবদমিত রাখে।

“ইন্টারফেস” একটা এলাকা যেখানে ক্যাথলিক(জাতীয়তাবাদী/রিপাবলিকান) এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট (ইউনিয়ন/লয়ালিষ্ট) উভয় পক্ষের সম-সীমানা অবস্থিত। উত্তর আয়ারল্যান্ডে বৈশিষ্ট সূচকভাবে বিভক্তি-দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ‘ইন্টারফেসের’ দু’পাশের লোকগুলোর আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে প্রান্তিক সম্প্রদায়। সন্দেহ বশতঃ দেয়ালের অপর দিকে কী ঘটছে তা জানার সূত্র ধরেই সহিংসতার ঘটনাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

উভয় পক্ষের স্বেচ্ছাসেবকেরা সাপ্তাহিক জমায়েত করে এবং তাদের মোবাইল ফোন সবসময়েই 'অন' থাকে। কোন উপলক্ষের সময়েই সহিংসতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে বেশী যেমন- খেলাধূলার মৌসুম অথবা প্রোটেষ্ট্যান্ট কুচকাওয়াজের সময় যখন ক্যাথোলিক অধ্যুসিতদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। এ সব ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক আগেভাগেই নাজুক জায়গাগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা করে রাখে। স্বেচ্ছাসেবকেরা বুঝতে পেরেছে যে তারা সম্ভাব্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় কার্যকরী ভূমিকা রেখে সেগুলো অবদমিত বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। বিশেষ করে খেলাধূলা বা এ জাতীয় মৌসুমে যুবক শ্রেণী উত্তেজনা খুঁজতে তৎপর হয়। গুজব ছড়িয়েও হাঙ্গামা বাধাতে পারে। কিন্তু সংগঠিত বা আধাসামরিক সহিংসতায় স্বেচ্ছাসেবকেরা বেশী কিছু করার সুযোগ পায়না।

যখন স্বেচ্ছা সেবকেরা 'ইন্টার ফেসের' অপর পার্শ্বে জটলা পাকাতে দেখে বা হৈ-হুল্লোর শোনে বা সহিংসতার আভাস পায় তারা ঐ পক্ষের অবস্থানের স্বেচ্ছাসেবকদের ফোনে ডাকে; স্বেচ্ছাসেবকেরা জনতার ভীড় শান্ত করে নিজেদের এলাকায় যাতে সহিংসতা না ঘটে।

এই প্রোগ্রাম শুরু হবার পর থেকে ফোন নেটওয়ার্ক যেমন সহিংসতা প্রতিহত করেছে তেমনি সহিংসতা ঘটলে ইন্টারফেসের দু'পাশের পক্ষগুলোকে সঠিক তথ্য সরবারাহ করেছে। সাপ্তাহিক বৈঠক সুবাদে একটা কেন্দ্রীয় গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে যারা উভয়পক্ষের আলাপ আলোচনার বা কোন বিষয়ের মিমাংসার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পেরেছে। উভয় পক্ষের সম্পর্কোন্নয়নের প্রেক্ষিতে নেটওয়ার্ক অন্যান্য অভাব অভিযোগের ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই সাহায্য সহযোগীতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার সুযোগ পেয়েছে। এভাবে তারা উভয়পক্ষের উপকারার্থে এলাকার সমৃদ্ধি এবং নবজীবনের সঞ্চার করেছে।

মোবাইল ফোন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার মানবাধিকার লঙ্ঘন আগের তুলনায় বহুলাংশে স্তিমিত এবং হ্রাস করেছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভিন্নরূপ দিয়ে সম্পর্কোন্নয়ন তো ঘটিয়েছেই উপরন্তু সহিংসতাও সমাপ্তির পথে এনেছে।

শিশু কিশোর বা ইন্টারফেসের কাছে জটলা করতেই পারে কিন্তু গুজব ছড়িয়ে গেল ওরা ওখানে করছেটো কী? এই সামান্য বিষয়টাই ডাকা-ডাকি হৈচৈ তে ভিন্নরূপ নেবার সম্ভাবনা থেকে ইন্টারফেসের অপর পাশেও জটলা বাধতে শুরু করে কিন্তু ফোনের মাধ্যমে যখন সঠিক খবরটা দেয়ালের অপর পাশে পৌঁছায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা দূরীভুত হয়ে গেল। উভয় পাশের লোকই স্বাভাবিকভাবে শান্ত হল।

এই নেটওয়ার্ক চালু করার আগে আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করে ছেলে ছোকড়ারা যা খুশী তাই খবর দিত। নেটওয়ার্কের বদৌলতে এখন আর সেটা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রকৃত ঘটনা কী তা সঠিক ভাবেই জানা যাচ্ছে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে।

স্প্রিং ফিল্ড ইন্টার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট ফোন নেটওয়ার্ক।
বর্তমানে-ইন্টার একশন বেলফাষ্ট নর্দান আয়ারল্যান্ড।

নির্বাচন সৎ এবং স্বচ্ছ রাখতে মোবাইল ফোন সাহায্য করেঃ ভোট গণনায় কারচুপি ঠেকাতে মোবাইল ফোনে হিসাব রাখা ।

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফোন নেটওয়ার্ক অমূল্য অবদান রাখতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ-নির্বাচন চলাকালীন এবং ভোটগ্রহনের অব্যবহিত পরেই ব্যালট বাক্সগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং ভোট গণনা খুবই সংকটময় সময় । কেনিয়াতে নির্বাচনের সময় ফোন নেটওয়ার্ক কাজে লাগানো হয়েছে যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ হয়- এতে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ভোট গণনায় হিসাব রেখে কারচুপি ঘটতে দেওয়া হয়নি ।

২০০২ সনে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষ কেন্দ্র থেকে ভোট গণনার হিসাব সংগে সংগে জানিয়ে দিয়ে কারচুপির সুযোগ নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে ।

ইতোপূর্বে নির্বাচনগুলোতে ভোট কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স অন্যত্র নিয়ে ভোটগণনা করা হত । এতে ভোট কেন্দ্রের ফলাফল স্থানীয়ভাবে জানা যেতনা । যদিও মনিটরিং পর্যবেক্ষক বৃন্দ ভোট কেন্দ্রগুলো মনিটরিং করলেও ফাইনাল রেজাল্ট ঘোষণার পূর্বে যে সময়ের ফাঁক থাকতো তাতে ভোট কারচুপি বা জালিয়াতির সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব ছিলনা । কেনিয়াতে অনেক ভোটকেন্দ্রে ল্যান্ড লাইনের সুবিধা ছিলনা কিন্তু মোবাইল ফোনে ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের হিসাব রাখায় পরবর্তীতে কারচুপির বা জালিয়াতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছিল এবং ভোটকেন্দ্রের গণনা হিসাবে গড়মিল করা সম্ভব হয়নি ।

নির্বাচন কমিশন দুটোগ্রুপ কে “আস্থাভাজন পত্র” দিয়েছিল নির্বাচনের ফলাফল গণনার সময় উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষন করার জন্য । এদের একটা গ্রুপ নির্বাচন তদারকির জন্য পাঠিয়েছিল ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন ইন ডেমোক্রেসি (IED) আর একটা ছিল দি কেনিয়া ডেমোক্রাটিক অবজার্ভার প্রোগ্রাম (KDOP) । IED স্বেচ্ছাসেবকেরা কেনিয়ার ২১০টি নির্বাচনি এলাকার মধ্যে ১৭৮টি এলাকাতে উপস্থিত ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের ফোন ব্যবহার করে এবং তাদেরকে ২০০০ কেনিয়ান শিলিং করে (২৬US $) দেয়া হয় । তারা IED র একটা কেন্দ্রীয় অফিসে ভোটগণনার সাথে সাথে জানিয়ে দেয় । প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সাথে সাথে ইন্টারনেটে প্রচার হয় । স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে সহিংসতা এবং অনিয়ম দুর্নীতির খবরও জানতে চাওয়া হয় । কেনিয়ার অফিসিয়াল ভোট গণনা ফলাফল বের হবার অনেক আগেই জান যায় কেননা নির্বাচন কমিশন অফিসিয়াল বিধি নিষেধ এবং নিয়ম কানুনের আওতাধীন থাকায় তাদের ফলাফল জানাতে অনেক দেরী হয় ।

KDOP ও স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়াক কাজে লাগিয়েছিল কিন্তু তারা কোন বরাদ্দ পায়নি । কেনিয়ার নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাবৃন্দও সরকারী স্যাটেলাইট মাধ্যম ফোন ব্যাবহার করে ফলাফল জানিয়েছিল এবং নিজেদের ফোনও ব্যবহার করেছিল কেননা অনেক কেন্দ্রে ফোনের বন্দবস্ত ছিলনা ।

নির্বাচনের এই স্বচ্ছতা তৈরী হয়েছিল স্বাধীন এবং দ্রুত রিপোর্টিং এর কারনে যেহেতু নেটওয়ার্কগুলো কাজে বেশ তৎপর ছিল এবং এজন্য কোন সহিংসতা ঘটার সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায় । ভোটে পরাজিত দলের কর্মীরা

যদি ফলাফলে সন্দেহ পোষণ করতো তাহলে সহিংসতা ছিল অনিবার্য। কিন্তু প্রধান বিজয়ী দল এবং পরাজিত দল ফলাফল খবর দ্রুত পাবার কারনে নির্বাচনের স্বচ্ছতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করার কোন সুযোগই পায়নি এবং ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি হল মতামত প্রকাশের অধিকার এবং নির্বাচনে মুক্ত মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকলে সে নির্বাচন স্বচ্ছ হতে বাধ্য। অবশ্য দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকসময় আমলাতন্ত্রকে দ্রুত কর্মসম্পাদনে তৎপর করতে পারেনা। কেনিয়াতে পর্যবেক্ষক এরকম একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে যেখানে নির্বাচন কর্মকর্তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও একজন ভোটারের নাম ভোটার লিষ্টে না থাকার দরুন যে সমস্যা হয়েছে তা নিরসন করা যায়নি দাপ্তরিক জটিলতার কারনে। সে ভোটার ভোট না দিয়েই চলে গেল।

গোটা পৃথিবী ব্যাপী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অধুনা মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেশ বেড়ে গেছে। পেরুতে ২০০০ সালের নির্বাচনে মোবাইল ফোনের অবদানে স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবুও অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক চাপে আলবার্তা ফুজিমোরিতো নির্বাচন -ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য হয়।

উত্তরজীবীরা জানে কী প্রশ্ন করতে হবেঃ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অপরাধী সনাক্তকরন এবং সম্ভাব্য শিকার উদ্ধার কার্যে উত্তরজীবীদের সম্পৃক্ত করা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার-উত্তরজীবীদের রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞাণ যে কারণে তারা এ সংক্রান্ত ঘটণার খুটিনাটি বুঝতে অন্যদের চেয়ে বেশী সক্ষম। তাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত তথ্যাবলী কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সম্ভাব্য শিকারদের আক্রান্ত হবার পূর্বেই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিহত করে সম্ভাব্য নারী এবং কিশোরীদের পাচার হওয়া থেকে উদ্ধার করে।

নেপাল-ভারত সীমান্তে এই 'মাইতি নেপাল' সংগঠন কাজ করে। সীমান্ত অতিক্রমকারীদের মাঝে সম্ভাব্য পাচার কৃতদের হাবভাব চালচলন লক্ষ্য করা ছাড়াও জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারে সঠিক অবস্থা যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদ কারিনীরা নিজেরাও ভুক্তভোগী।

ভারতের পতিতালয়গুলোতে এবং অন্যান্য বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নেপাল থেকে এই পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে পাচারকারীদের সীমান্ত অতিক্রম বন্ধ করেদিলে কিছুটা সুরাহা হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে সীমান্তরক্ষী পুলিশ প্রায়ই পাচার কারীদের সনাক্ত করতে পারেনা বা দেখেও দেখেনা।

নেপাল সীমান্তের ১১টা ট্রানজিট পয়েন্টে সীমান্ত রক্ষীদের সাথে থেকে সন্দেহজনক ভ্রমনকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে 'মাইতি নেপাল' কাজ করে। তারা প্রত্যেকটি কার এবং রিক্সা থামায়। যদি কোন মহিলা বা কিশোরী পুরুষের সাথে থাকে তাহলে সীমান্ত রক্ষীরা পুরুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাইত নেপাল প্রতিনিধিরা

মহিলা/কিশোরীদের জিজ্ঞাসা করে- "কেন ভারতে যাচ্ছে" বা সংগের পুরুষটিকে কতদিন যাবৎ চেনে" ইত্যাদি প্রশ্ন করে এবং মহিলা বা কিশোরীর শারীরীক ভাষা, অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করে। আরো লক্ষ্য করে তাদের বেশভুষা, মেকআপ ইত্যাদি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা ভারতে প্রচলিত যৌন ব্যবসা সম্বন্ধেও তাদেরকে শোনায়।

ভ্রমনকারীর কথাবার্তায় অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়লে সন্দেহজনক পাচার কারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সীমান্তের কাছে তৈরী করা ট্রানজিট আবাসে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদের। এই আবাসিক ব্যবস্থা 'মাইতি নেপাল' করেছে। এখানে তারা খাবার এবং পরামর্শ পায় এবং যদি ইচ্ছা করে তাহলে ডাক্তারী পরীক্ষা সহ নিজেদের আবাসে, গ্রামে ফিরে যাবার জন্য যানবাহনের সুবিধা সুযোগ পায়। এমন যদি ঘটে যে আত্মীয় স্বজন সেই মেয়েকে গ্রহণ করতে রাজী নয় অথবা পাচার কার্যে সম্পৃক্ততা ছিল তখন 'মাইতি নেপাল' সে মেয়েকে পরামর্শসহ কর্ম প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।

এই কৌশল অবলম্বন করে শ'য়ে শ'য়ে সম্ভাব্য শিকারদের উদ্ধার করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনযন্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করাও হয়েছে যাতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়।

যে সমস্ত অবস্থায় পাচার, সাংসারিক সহিংসতা, শিশু নির্যাতন, অথবা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা ইত্যাদিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে তা ভুক্তভোগী উত্তরজীবীরা ছাড়া বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। সম্ভাব্য শিকার কোন ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনকারীনীর কথায় সাড়া দিতে পারে সহজেই। এই কৌশল গ্রহনের পিছনে এই যুক্তিই কাজ করেছে, যে জন্য ভুক্তভোগী উত্তরজীবীরা ছাড়া বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। সম্ভাব্য শিকার কোন ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনকারীনীর কথায় সাড়া দিতে পারে সহজেই। এই কৌশল গ্রহনের পিছনে এই যুক্তিই কাজ করেছে, যে জন্য ভুক্তভোগী উত্তরজীবীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য ভাবে কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হয়েছে। যখন ভুক্তভোগীরা ভবিষ্যৎ দুর্ভোগ প্রতিহত করতে ইচ্ছুক তখন তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মানবাধিকার কর্মীরা সহজেই মানবাধিকার লঙ্ঘন কার্যকলাপ প্রতিহত করতে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এখানে এই কৌশলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে 'মাইতি নেপালের' সাফল্যের পেছনে সীমান্ত রক্ষীদের সাথে আন্তরিক সহযোগীতা এবং পাচার উত্তরজীবীদের জন্য কর্মসংস্থান হওয়ায় পাচার কার্য হ্রাস পাওয়া। সে ছাড়া পরিবারে মেয়েদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটাও সহায়তা করেছে।

নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অধিকার সংরক্ষণঃ সম্ভাব্য শিকারদের, তাদের অধিকার সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া যখন তাদের অধিকার সংরক্ষনের জন্য সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ।

কখনও কখনও আইনও অযৌক্তিক আইনি ফাঁক ফোকড় সৃষ্টি করে মানুষকে বাধ্য করে তার অধিকার সংরক্ষনে কাজ করতে। কানাডার অন্টারিও অঞ্চলের সেন্টার ফর ইকোয়ালিটি রাইটস ইন একোমোডেশন(CERA) দ্রুত সাড়া দেবার কৌশলে মানুষকে খবর দেয় তাদের অধিকার সম্বন্ধে এবং নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বলে ।

কানাডার অন্টারিওর (CERA) The centre for equality Rights in accomodation উচ্ছেদ ঝুঁকিতে থাকা ভাড়াটেদের সাথে যোগাযোগ করে খবর দেয় যে তাদের উচ্ছেদ এড়ানো প্রয়োজন। কানাডার আইনে উচ্ছেদ নোটিশ পাবার পাঁচ দিনের মধ্যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভাড়াটেদের মামলা করতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভাড়াটে হয় খবরই পায়নি অথবা উচ্ছেদ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের সুযোগ বা সামর্থ নেই ।

১৯৯৮ সনে অন্টারিওতে একটা নতুন আইন পাশ হল যাতে মালিকেরা প্রচলিত বাজার দরে ভাড়া বাড়াতে পারবে যখন কোন ভাড়া দেবার যোগ্য কিছু খালি হয়। এতে মালিকেরা অজুহাত খুঁজে ভাড়াটে উচ্ছেদ করে পরবর্তীতে ভাড়া বাড়িয়ে ভাড়া নির্ধারণ করে। এটা বেশীর ভাগ ঘটে কম ভাড়া যেখানে সে সব ক্ষেত্রে। প্রতিবছর অন্টারিওতে প্রায় ৬০,০০০ লোক উচ্ছেদের মুখোমুখী হয় ।

CERA উচ্ছেদের সম্মুখীন ভাড়াটেদের তালিকা প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করল অন্টারিও রেন্টাল হাইজিং ট্রাইব্যুনাল এর কাছে। ভাড়াটেদের প্রাইভেসি রক্ষার অঙ্গীকার করার শর্তে তারা তালিকা পেল। যাদের মালিকেরা ভাড়াটে উচ্ছেদের আদেশ চেয়ে মামলা করেছে- সেই সব ভাড়াটেদের কাছে CERA কাগজপত্রসহ সেই সব ভাড়াটেদের কাছে চিঠি দিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা এরই সূত্র ধরে ভাড়াটেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করে নির্ধারিত পাঁচ দিনের মধ্যেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ভাড়াটেদের ডাকলো। ভাড়াটেদের সাথে আলাপ আলোচনার সময়ে স্বেচ্ছা সেবকেরা তাদের জানিয়ে দিল যে তাদের মালিকেরা তাদের উচ্ছেদ করার জন্য দরখাস্ত দিয়েছে, এ সম্পর্কে তাদের মতামত চাওয়া হল, এবং প্রয়োজনানুসারে সংশ্লিষ্ট নিযুক্তক এর কাছে পাঠানো হল। কি পরিস্থিতির কারণে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাও জানতে চাইল। এসব কথাবার্তার ভেতর থেকেই মূল্যবান তথ্য সমূহ বের হ’য়ে এলো, আবাসন ব্যবস্থায় নিরাপত্তাহীনতার কারণ বোঝা গেল যা CERA এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো প্রাথমিক স্তরেই সমস্যা প্রতিহত করতে পারে ।

CERA বছরে প্রায় ২৫,০০০ লোকের কাছে পৌঁছায়। এই প্রোগ্রাম শুরু হবার পরে টেলিফোন যোগাযোগে উচ্ছেদ হার ২০% বেশী কমে গেল। ২০০৩ সনের মার্চ মাস থেকে CERA 'উচ্ছেদ ঠেকানো প্রকল্প' (Eviction Prevention Project) Privacy Commission এর রুলিং অনুযায়ী (উচ্ছেদ বিষয়ে তথ্য প্রদান নিষিদ্ধ) তাদের কার্যকলাপ থেকে বিরত আছে। CERA এখন এই রুলিং এর বিরুদ্ধে আপিল করার প্রক্রিয়ায় আছে।

যখন অন্টারিও আবাসন আইনে ভাড়াটেদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার দিল-সব ভাড়াটে কিন্তু খবরটা পেলোনা। ভাড়াটেরা তাদের অধিকার রক্ষার সময় পেল সীমিত। CERA র কৌশল হল সময় মত সব ভাড়াটেকে খবর জানিয়ে সময় সীমার মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সুযোগ করে দেয়া। CERA র প্রয়োজন ছিল একটা তালিকার। তালিকা ছাড়া সঠিক তথ্য জানার উপায় ছিলনা। উপরন্ত সব ভাড়াটেই টেলিফোন সুবিধা প্রাপ্ত নয় এবং এমনও অনেক আছে যারা তাদের অধিকার আদায়ে তৎপর হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা।

দ্রুত সাড়া জাগানো একটা নেটওয়ার্কের
দরকার অনুভব করেন কি আপনার
সংগ্রামে? তাই যদি হয় তবে কী
ধরণের নেটওয়ার্ক আপনার
উপকারে আসবে?

ঝুঁকিতে ধাকা জনগনের জন্য দক্ষতাঃ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কৌশল অবলম্বনে একটা দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

১৯৯০ তে মঙ্গোলিয়ায় ও অন্যান্য সমাজের মত ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছিল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে হঠাৎ করে বাজার অর্থনীতিতে অবস্থান পরিবর্তিত হবার দরুন বিশেষ করে নারী সম্প্রদায় (সুতরাং শিশুরাও) পেছনে পড়ে গিয়ে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, এবং অমর্যাদার শিকার হয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হল। দি গোবী উইমেন্স প্রোজেক্ট (The Gobi women's Project) মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের মহিলাদের জন্য উদ্ভুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের টিকিয়ে রেখে সাফল্যের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রয়াস পেল। এসব বিচ্ছিন্ন এলাকার মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করা ছিল অত্যন্ত জরুরী। মঙ্গোলিয়ার সরকার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতিয়ার হিসেবে রেডিও, মুদ্রিত সামগ্রী (হ্রাসকৃত ডাকমাশুলে প্রেরণযোগ্য) ভ্রাম্যমান শিক্ষকদের প্রান্তিক এবং অরক্ষিতা গোবী মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে বাজার অর্থনীতির আওতায় বেঁচে থাকার উপায় হিসেব নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল।

১৯৯১ তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর মঙ্গোলিয়ার কেন্দ্রীভুত রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থব্যবস্থাও শেষ হয়ে গেল। যে সব লোক আজীবন যৌথ খামার ভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল তারা নিজেদের দ্বায়িত্বে মেষ পালন বা নিজের নিজের প্রচেষ্টায় উৎপাদন এবং বিপননে বাধ্য হল। অনেকেরই এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দক্ষতা বা সম্বল সম্পদ ছিলনা। গোবী মরুভূমি অঞ্চলেব রুক্ষ এবং চরম প্রতিকুল আবহাওয়ায় প্রায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যানবাহনের অপ্রতুলতায় গোবী মরুভূমি অঞ্চলেব যাযাবর মহিলারা ছিল বিশেষভাবে দুর্দশায়। ব্যাবসা বাণিজ্যের দক্ষতাহীন মহিলারা এবং শিশুরা দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, সহিংসতা এবং অমর্যাদার বিপদের ঝুঁকির সম্মুখীন ছিল।

সরকার গোবী মহিলা প্রকল্প গঠন করে গোবী মরুভূমি অঞ্চলেব সব মহিলাদের ডেকে কমিউনিটি প্লানিং ফোরামের আওতাভুক্ত করে সমস্যা সমাধান খুঁজে বের করতে বলল। এই দলটা সিদ্ধান্ত নিল যে নূন্যপক্ষ তিন সন্তানের একাকী মায়েরা সর্বোচ্চ জরুরী অবস্থার প্রাধান্য পাবে। তাদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রীসহ রেডিও প্রোগ্রাম থাকতে হবে (অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল বহির্ভূত এবং বাধ্য বাধকতাহীন)। রেডিও প্রোগ্রামগুলো ব্যবসা দক্ষতা অর্জনের উপর তথ্য সরবরাহ করত (যেমন পশম তৈরী করা, উটের লোম রিফাইন করা, এবং ফেল্ট তৈরী করা, স্যাডল এবং জাতীয় কাপড় পোষাক ইত্যাদি তৈরী করা) বাণিজ্যিক দক্ষতা (যেমন দর কষাকষি করা এবং পরিকল্পনা) এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় (যেমন ফ্যামিলি প্লানিং, স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা)। প্রোগ্রামগুলো সপ্তাহে দু'বার প্রচার করা হত এমন সময়ে যখন সাধারণত মেয়েরা অবসর সময় যাপন করে যাতে মেয়েরা রেডিও শুনতে পছন্দ করবে। বিশেষ করে সন্ধ্যা বেলা। স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রে যে কারও জন্য যারা রেডিও শুনতে পারেনি। রেডিও প্রোগ্রামের সাথে সহায়ক সামগ্রীও থাকত এবং ভ্রাম্যমান শিক্ষকেরা মেয়েদের উন্নতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে পরিপূরক সামগ্রী সরবরাহ করতেন।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কৌশল প্রয়োগ সাফল্য লাভ করল। মেয়েরা নিজেদের প্রচেষ্টায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রনে এনে ভবিষৎ নিশ্চিত করল। তারা স্থানীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ করত যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়ন করত সম্প্রদায় গত ভাবে এবং এই প্রকল্পগুলো সম্প্রসারিত করে তাদের স্বামীদের এবং ছেলে-পিলেদের কাজে লাগত।

এক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধি কৌশল খাটানো হয়েছে অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে। কিন্তু একই রকম অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের জন্য অন্যান্য বিষয়ের উপরেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা গুরুত্ব সহকারেই প্রীণধান যোগ্য যে গোবী মহিলা প্রকল্পের কর্মচারীবৃন্দ, মহিলাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতির সহ জীবন যাত্রার উপর নির্ভর করে প্রোগ্রামগুলো তৈরী করেছিল। এছাড়া তথ্য সরবরাহ পদ্ধতিও ছিল মহিলাদের মন-মানসিকতার চাহিদার উপর ভিত্তি করে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি কিভাবে মানবাধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার সম্প্রদায়ের উন্নয়নে খাটানো যায়?

অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে দক্ষতা এবং তথ্য সরবরাহ করাঃ অধিকার আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আইনি পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানদানে ক্ষমতাবান করা এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করা।

কিছু অধিকার সম্পর্কে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা স্বত্তেও আইনের মারপ্যাচে বাস্তবে সংরক্ষিত হয়না বা প্রয়োগও হয়না। সেন্ট পিটারস্‌বার্গে সৈন্যদের মায়েরা মানুষদের তথ্য পরিবেশন করে এবং তাদের এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে সঙবিধান অনুযায়ী অধিকার আদায়ের জন্য ক্ষমতাবান করে যাতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে না হয় বা যেসব ইউনিটে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে সে সব ইউনিটে ফিরে যেতে নাহয়।

সৈন্যদের মায়েরা (একটা সংগঠন) সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ানদের জোর করে সৈন্যবিভাগে ঢোকানোদের, আর্মিতে নব সংগ্রহ রংরুটদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা দেয় 'আইনি অধিকার' যাতে তারা সফল এবং কার্যকর ভাবেই কাজে লাগাতে পারে।

রাশিয়াতে সব যুবকদেরই সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হয়। ১৯৯৩ সনে একটা আইন পাশ করা হয় যাতে স্বাস্থ্যের নাজুক অবস্থা, অথবা পরিশ্রমের ধকল সইতে অপারগ (উদাহরণস্বরূপ-যাদের পিতামাতা অবসর প্রাপ্ত বা পীড়িত, অথবা স্কুল পড়ুয়া) ইত্যাদি কারণে যোগদান থেকে অব্যহতি পাবে। ভর্তিকারী কর্মকর্তারা প্রায়ই এ বিধান লজ্ঘন করে। 'সৈন্যদের মায়েরা' এসব ব্যাপারগুলোর কাগজপত্র তৈরী করে যাতে শারীরিক বা মানসিক সমস্যা সংবলিতদের অব্যহতি পাবার কথা। অথচ তাদেরকে জোর করে ভর্তি করা হয়। ভর্তি কারীরা এমন কি পুলিশের সহায়তায় রাস্তাঘাটে ধরপাকড় চালায়, স্কুলে এবং আবাসিক স্থানে বা বাড়ীবাড়ী তল্লাশী চালিয়ে কাজ করে। সৈন্য বিভাগে ঢুকলে অস্বাভাবিক দূর্ভোগ পোহাতে হয় যেমন অপদস্ত অবস্থায় বা আধা মানবিক অবস্থায় রাখা হয়। রাতে পেটানো হয় এবং নির্যাতন করা হয়।

'সৈন্যদের মায়েরা' পরিচালিত মানবাধিকার সংরক্ষন স্কুল "আমাদের ছেলেদের রক্ষা করব" তে শিক্ষার্থীদের কিভাবে আইন প্রয়োগ করে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হয় তা শিক্ষা দেয়। আইনের উপর আস্থা রাখতে শেখানো হয় এবং একে অপরকে সহায়তাদান ছাড়াও অন্যদের মন থেকে ভীতি অপসাননে সহায়তা করা সম্বন্ধে শেখানো হয়।

সপ্তাহে একদিন প্রশিক্ষন চলে। প্রশিক্ষন সময় তিনঘন্টা করে। এই প্রশিক্ষনে শেখানো হয় কিভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণ লিখতে হবে তা বিশেষ ভাবে নির্দেশিত হয়। প্রশিক্ষনের অন্তর্ভুক্ত নাটকীয় চরিত্রাভিনয়, আইন এবং মানবাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা থাকে বাৎসরিক একটা গাইড বইও ছাপানো হয়।

সিভিলিয়নে ডাক্তারদের কাছ থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ হরে মিলিটারী ডাক্তারের কাছে দেখাবার ব্যাপারটা প্রায় সবাই জানে এবং দিতে সক্ষম। সৈন্যদের মায়েরা দশ জন স্টাফ এবং সমসংখ্যক রাশিয়ান ও বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অংশগ্রহণ কারীদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে 'ফলোআপ' করে এবং প্রত্যেক ডিষ্ট্রিবিউট এবং লোকের জন্য একটা করে ফাইল রাখে। যে সব অংশগ্রহণকারীরা অব্যহতি পেয়েছে তাদের কে

পরবর্তীদের কাছে নিজেদের ঘটনা সম্পর্কে বলতে বলা হয়। প্রায় ১,২০,০০০ লোক ১২ বছরে এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। আর্মিতে ভর্তি হতে হয়নি এমন ৯০,০০০ লোক নিজেদের আইনি অধিকার সংরক্ষন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রায় ৫,০০০ লোক যাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে দরখাস্তের মাধ্যমে তার সফলকাম হয়েছে পূর্বের ইউনিটে ফিরে না যেতে।

সংবিধান অনুসারে নিরাপত্তার কথা আছে রাশিয়াতে। যে সব যুবক যারা অমর্যাদাকে ভয় পায় বা মিলিটারীতে নির্যাতিত হয়েছে তারা তথ্য না জানায় এবং আইনি পদ্ধতি গ্রহনে ভীত থাকায় অধিকারের সুবিধা বঞ্চিত থেকেছে। সৈন্যদের মায়েরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে তথ্য জানিয়ে, চিঠিপত্র, দরখাস্ত, আবেদন লিখতে শিখিয়ে সুদক্ষ করে এবং আইনি পদ্ধতিতে দিকনির্দেশনা দিয়ে অবস্থা বহুলাংশে পাল্টে দিয়েছে।

স্বচ্ছতার মাধ্যমে দুর্নীতির সাথে লড়াইঃ সরকারী কর্মকর্তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষন মাধ্যমে দুর্নীতি দমন।

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে সরকারী কর্মকর্তাদের সৎ থেকে সংকটময় তথ্য সংগ্রহে যার ইন্টারনেট আছে তার সাথে তথ্য ভাগাভাগিতে উৎসাহ দিচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে নগর সরকার অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করে সরকারী কাজ কর্মে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। Online Procedures Enhancement for civil Applicaitons নগর বাসীদের সুযোগ করে দিয়েছে ৭০টি মিউনিসিপাল সরকারের কার্যকলাপে নজর রাখতে, বিশেষ করে যেগুলোয় দুর্নীতির সম্ভাবনা বেশী সেই সবে যেমন আবাসন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রন এবং শহরতলী পরিকল্পনা দপ্তর গুলো।

(Open) এর উন্নয়নের পূর্বে সরকারী পারমিট পাবার জন্য দরখাস্তকারীরা জানতে সমর্থ ছিলনা। কিভাবে তাদের দরখাস্তগুলো আছে বা কোন প্রক্রিয়ায় আছে বা প্রক্রিয়াগ্রলো অস্বচ্ছ ছিল যে কারণে কর্মকর্তারা ঘুষ নিত তারপরে দরখাস্তের অগ্রগতি হত।

আর এখন-যখনই কোন কর্মকর্তা দরখাস্ত গ্রহণ করে তার পরে তারা ষ্ট্যান্ডারাইজ্ড্ ডাটা এন্ট্রি ফরম পূরণ করে দেয়। ফরমগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপ সময়মত পরিচালিত হতে যা সরাসরি ডাটা বেজে সংরক্ষিত হচ্ছে। ডাটা বেজের মাধ্যমে দরখাস্তকারী জানতে পারে দরখাস্তটা কার কাছে আছে এবং কখন নাগাদ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে, দেরী হবার কারণ, এবং যদি কোন দরখান্ত নামঞ্জুর হয়-দরখাস্ত না মঞ্জুর হবার কারণও জানতে পারে।

দুর্নীতি দমনে অপরাপর উদ্যোগের সাথে কাজ করার জন্য Open এর প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে আছে কঠোর জরিমানা সেই সব কর্মকর্তাদের জন্য যারা ঘুষ চায় বা গ্রহণ করে, মেয়রের কাছে দুর্নীতি কার্ড, নাগরীকদের জন্য মেয়রের কাছে সরাসরি একটা ফোন লাইন যাতে দুর্নীতির তথ্য দেওয়া যেতে পারে, এবং কর্মকর্তাদের ঘুর্ণায়মান অনির্দিষ্ট অবস্থান এতে অফিসে বসে সহচর বা বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেবার সুযোগ থাকেনা।

Open ওয়েবসাইট প্রায় ২৫০০ ঘাট-গ্রহণ করে দৈনিক। সিউল নগর সরকারের ইন্টারনেট জরীপে দেখা গেছে প্রায় ৭৮.৭ শতাংশ নাগরিক বিশ্বস করে যে Open কার্যকর এবং সফলভাবেই সরকারী দুর্নীতি কমিয়ে এনেছে। অধুনা সরকারও প্রায় ৩৫টি নগর সরকার কমিটির কার্যকলাপ ফাঁস করে দিতে শুরু করেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে নাগরীকবৃন্দ Open এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর কার্যকলাপের উপর নজরদারী করতে সক্ষম হচ্ছে।

দুর্নীতি দমনে Open সরকারী কাজে প্রত্যেকটি দরখাস্তের উপর নজরদারী করছে। ব্যাপক অর্থে এ পদ্ধতিটা অন্যান্য অনিয়মের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই পদ্ধতির সাফল্য বিশেষ একটা কারণে ঘটছে এবং তা হল মেয়রের অফিসের সহায়তা। এ ধরনের উর্ধতন ব্যক্তিদের সহায়তা ছাড়া Open এর পদ্ধতি কাজে খাটানো মুশকীল হতে বৈকি! দুর্নীতি দমনের এই কৌশলের শক্তি যুগিয়েছে দেশে ইন্টারনেটের ব্যাপকতা।

Sources: Sources: New Tactics in Human Rights: A Resource for Practitioners
PREVENTION TACTICS, Sharing critical Inforamtion
Pages 34-41